লেভ তলস্তোয়

সিংহ আর কুকুর

সিংহ আর কুকুর

লণ্ডনে একবার বনের জীবজন্তুদের এক প্রদর্শনী হচ্ছিল। প্রদর্শনী দেখতে লোককে হয় নগদ পয়সা দিতে হচ্ছিল আর নয় তো বুনো জন্তুদের খেতে দেয়ার জন্যে সঙ্গে করে আনতে হচ্ছিল জ্যান্ত কুকুর-বেড়াল।

পশু-প্রদর্শনীটি দেখবে বলে একজন লোক রাস্তা থেকে একটা ছোট্ট কুকুর ধরে নিয়ে জন্তুদের খাঁচার কাছে এল। বলা বাহুল্য, তাকে প্রদর্শনীতে ঢুকতে দেয়া হল আর কুকুরছানাটাকে ছুড়ে দেয়া হল সিংহের খাঁচায়।

খাঁচার মধ্যে পড়ার পর কুকুরছানা ল্যাজটা পেছনের দুই পায়ের ফাঁকে ঢুকিয়ে খাঁচার এক কোণে গিয়ে লুকোল, আর সিংহ তাকে শোঁকার জন্যে এগিয়ে এল কাছে।

সিংহকে কাছে আসতে দেখে কুকুরছানাটা গড়িয়ে মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল আর চার ঠ্যাঙ শূন্যে তুলে ঘনঘন ল্যাজ নাড়তে লাগল।

এদিকে সিংহ তার থাবার এক ধাক্কায় কুকুরটাকে দিল ফের উপুড় করে।

এবার কুকুরছানা লাফিয়ে উঠে পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

সিংহ অবাক হয়ে এদিক-ওদিক মাথা নাড়তে নাড়তে এই ক্ষুদ্র প্রাণীটাকে দেখতে লাগল, কিন্তু আর তার গায়ে হাত দিল না।

প্রদর্শনীর মালিক যখন বড় এক-টুকরো মাংস ছুঁড়ে দিলেন খাঁচায় সিংহ তখন তা থেকে একটা টুকরো ছিঁড়ে রেখে দিল কুকুরছানার জন্যে।

ওইদিন সন্ধেবেলা সিংহ যখন ঘুমুতে গেল তখন কুকুরছানা তার পাশটিতে সিংহেরই একটা থাবায় মাথা রেখে শুল।

ওই সময় থেকে সিংহ আর কুকুর পাশাপাশি বাস করতে লাগল একই খাঁচায়। কুকুরছানার এতটুকু ক্ষতি করল না সিংহ, সে শুধু নিজের বরাদ্দ খাবারটুকু খেত, কুকুরের সঙ্গেই ঘুমুত, এমন কি খেলা পর্যন্ত করত কুকুরছানার সঙ্গে।
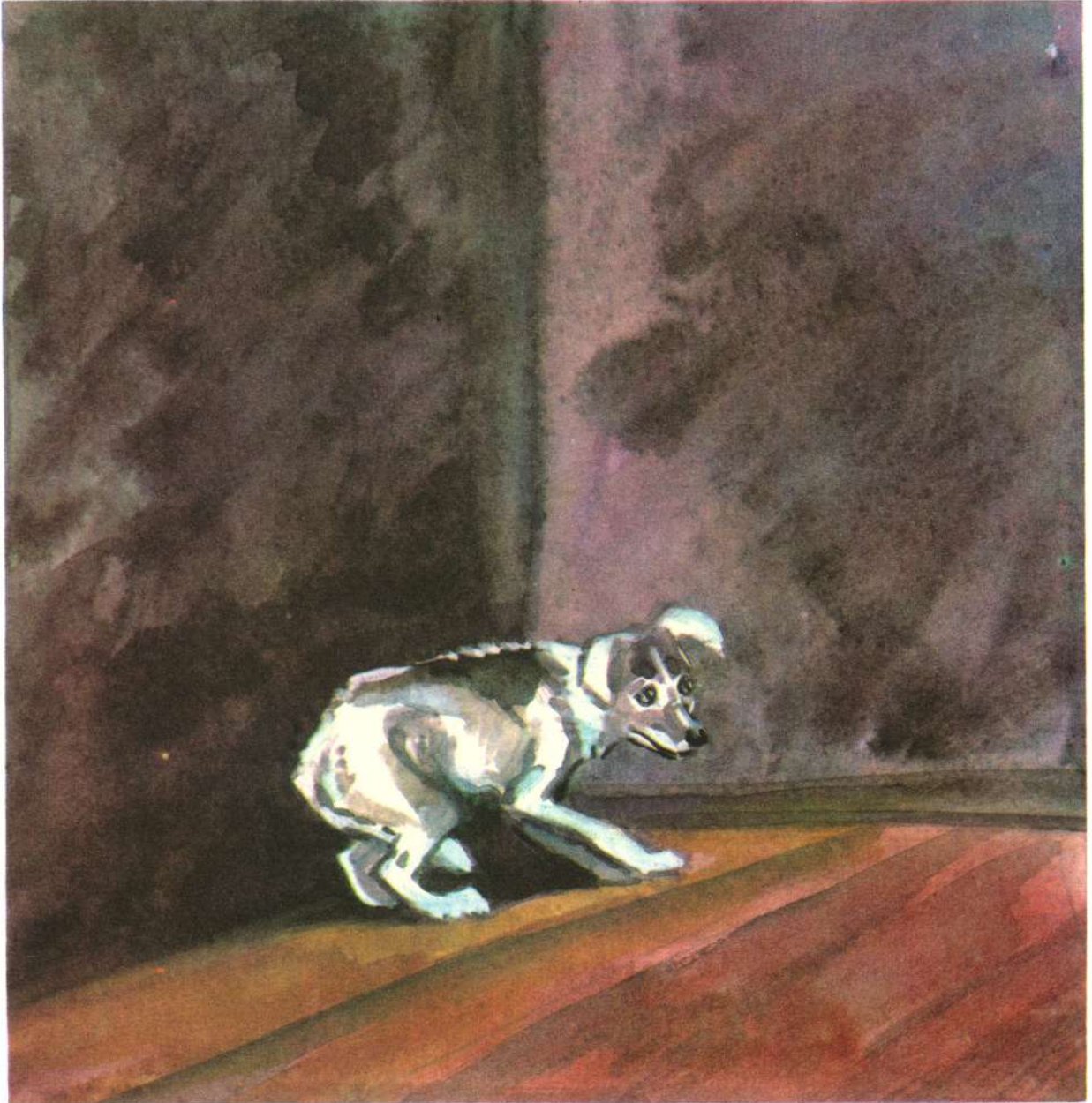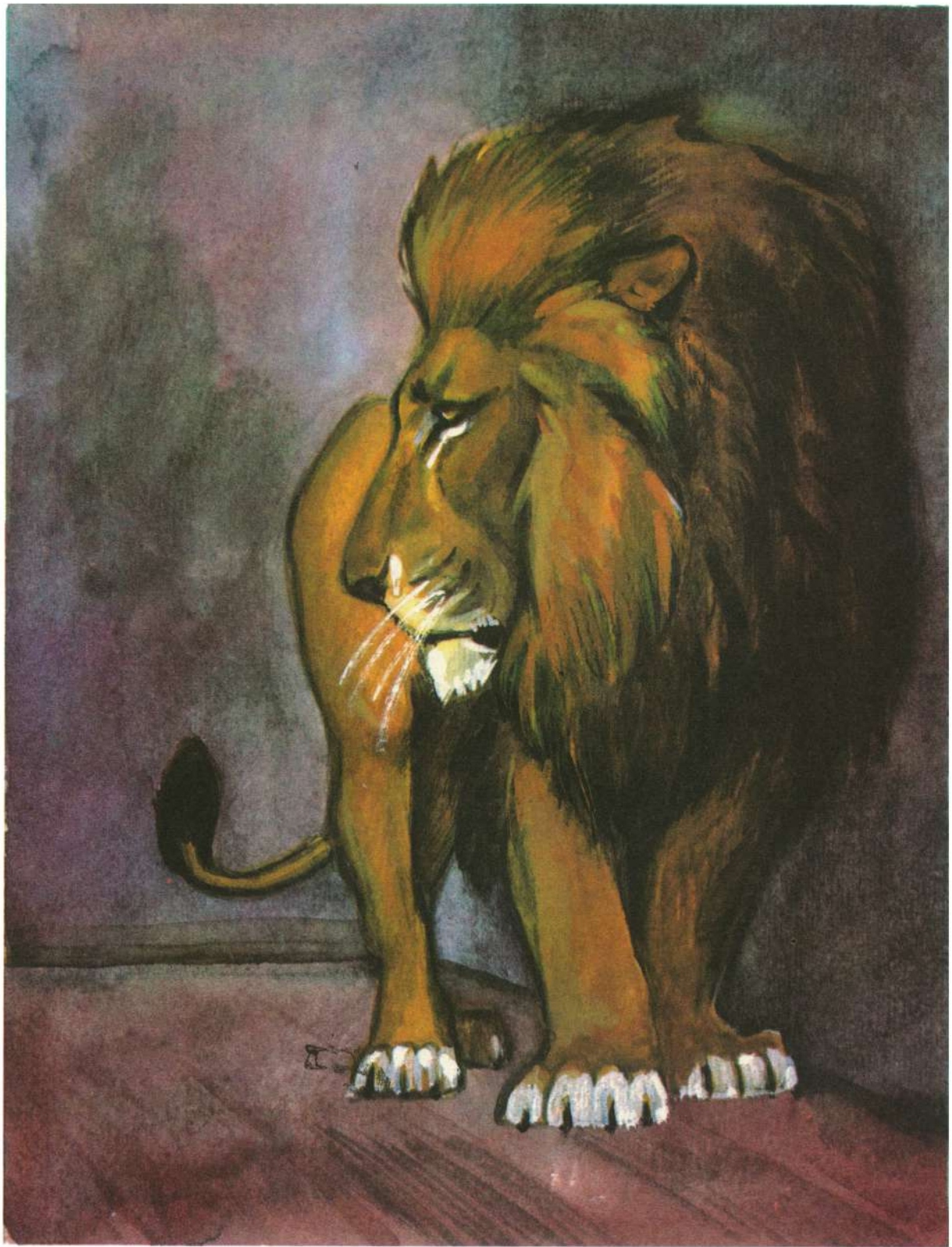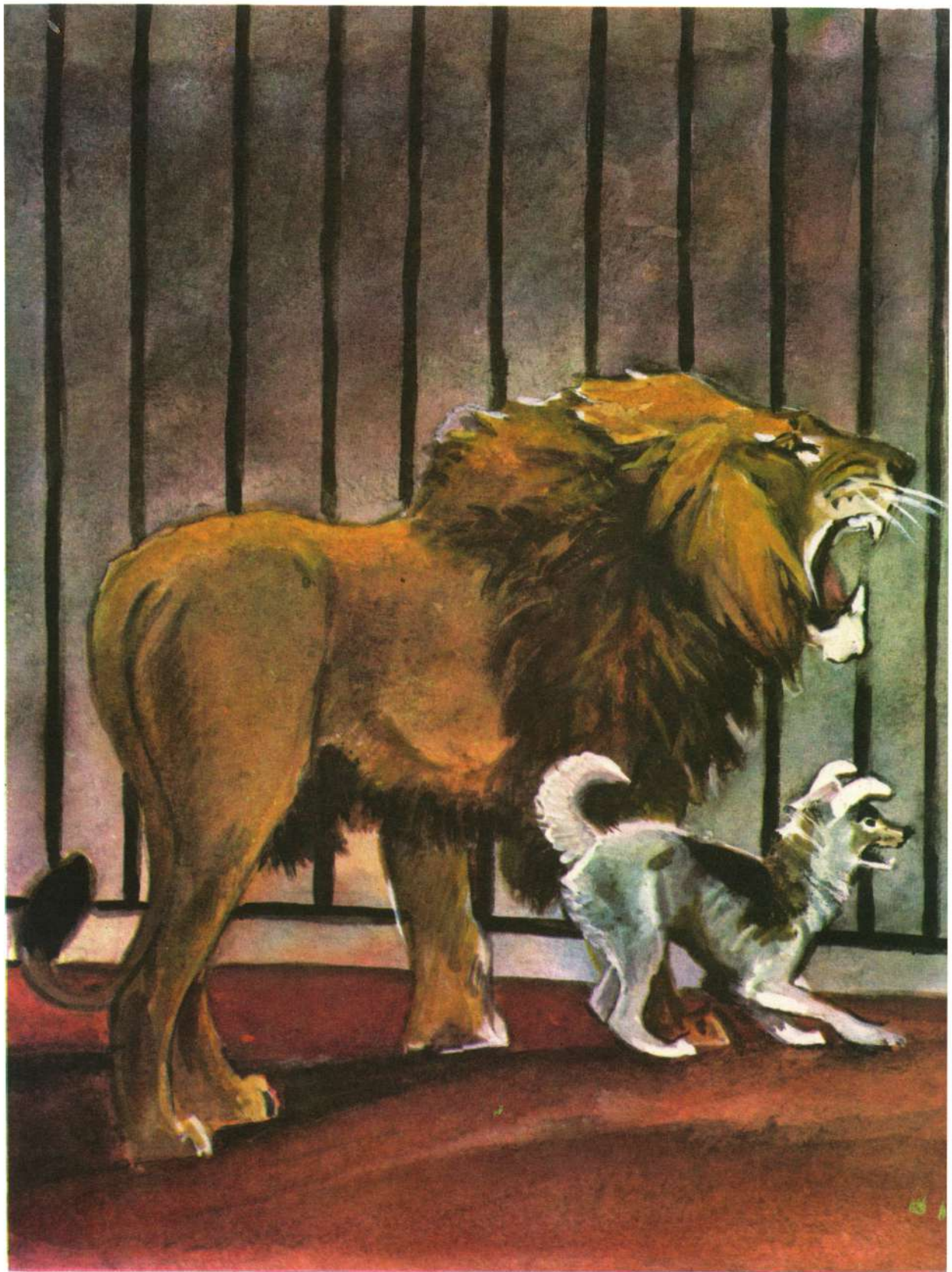
একদিন এক ভদ্রলোক প্রদর্শনী দেখতে এসে তাঁর কুকুরছানাটিকে চিনতে পারলেন। প্রদর্শনীর মালিককে তিনি জানালেন যে কুকুরটি তাঁর এবং তিনি সেটিকে ফিরে পেতে চান। বলা বাহুল্য, প্রদর্শনীর মালিকও কুকুরটিকে ফিরিয়ে দিতে রাজি ছিলেন; কিন্তু যেই খাঁচা থেকে বের করে নেয়ার জন্যে তাঁরা কুকুরটিকে ডাকলেন অমনই সিংহ গর্জন করে উঠল, তার ঘাড়ের কেশর উঠল খাড়া হয়ে ফুলে।

এইভাবে সেবার সারাটা বছর সেই কুকুরছানা আর সিংহ এক খাঁচায় কাটিয়ে দিল।

বছরখানেক পরে কুকুরছানাটি হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সিংহও দিল খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে আর মরা কুকুরটাকে শোঁকাশুঁকি করে, জিভ দিয়ে চেটে আর থাবা দিয়ে নাড়াচাড়া করে অস্থির হয়ে উঠল।

তারপর যখন সে বুঝতে পারল যে কুকুরটা মরে গেছে তখন হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে কেশর ফুলিয়ে নিজের গায়ে ল্যাজ আছড়াতে লাগল। তারপর দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ে, খাঁচার লোহার ডান্ডাগুলো আর মেঝে কামড়ে মহা হৈচৈ শুরু করে দিল।

সেদিন সারাদিন এইভাবে খাঁচার মধ্যে আছড়াআছড়ি আর গর্জন করে কাটাল সে, তারপর গিয়ে শুয়ে থাকল ছোট্ট মরা কুকুরটার পাশটিতে। প্রদর্শনীর মালিক চাইছিলেন মরা কুকুরটাকে খাঁচা থেকে বের করে নিতে, কিন্তু সিংহ কারোকে কাছে ঘেঁষতে দিল না।

আরেকটা কুকুরবন্ধু পেলে সিংহ হয়তো তার শোক ভুলবে এই ভেবে প্রদর্শনীর মালিক আরেকটা জ্যান্ত কুকুরকে তার খাঁচায় ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ছাড়ামাত্র কুকুরটাকে কামড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলল সিংহ। তারপর তার ছোট্ট মরা বন্ধুটিকে দুই থাবার মধ্যে জড়িয়ে ধরে পরপর পাঁচদিন সে নিথর হয়ে খাঁচার মধ্যে পড়ে রইল।

আর ছ'দিনের দিন মারা গেল সিংহ।
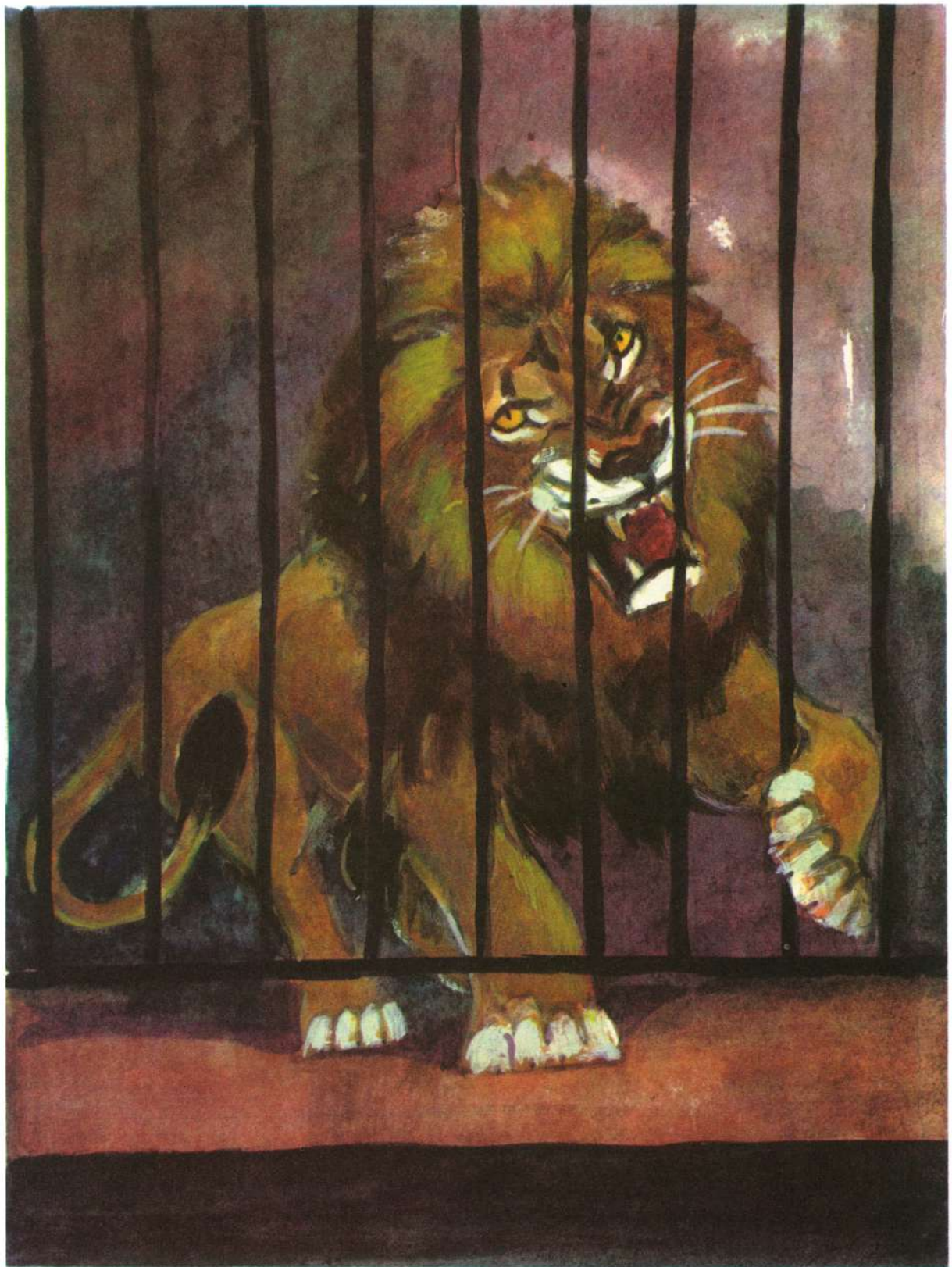
মা-ঈগল

সমুদ্দুর থেকে বহু দূরে এক বড় রাস্তার ধারে গাছের আগায় বাসা বানিয়েছিল মা-ঈগল। তারপর ডিম পেড়ে কয়েকটা ছানাকে পালতে লাগল সে।

ধারালো নখে প্রকাণ্ড একটা মাছ বিঁধে নিয়ে একদিন সমুদ্দুর থেকে উড়ে বাসায় ফিরল মা-ঈগল। আর ঠিক সেই সময় হবি তো হ কয়েকটা লোক তার গাছের নিচে কী যেন কাজ করছিল। ঈগলের নখে-বেঁধা মাছটা দেখতে পেয়ে লোকগুলো গাছটাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরল, তারপর মহা হৈ-হল্লা শুরু করে দিল আর ঢিল ছুড়তে লাগল ঈগলটার দিকে।

অবশেষে ঈগলের নখ থেকে মাছটা খসে পড়তে লোকগুলো সেটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।
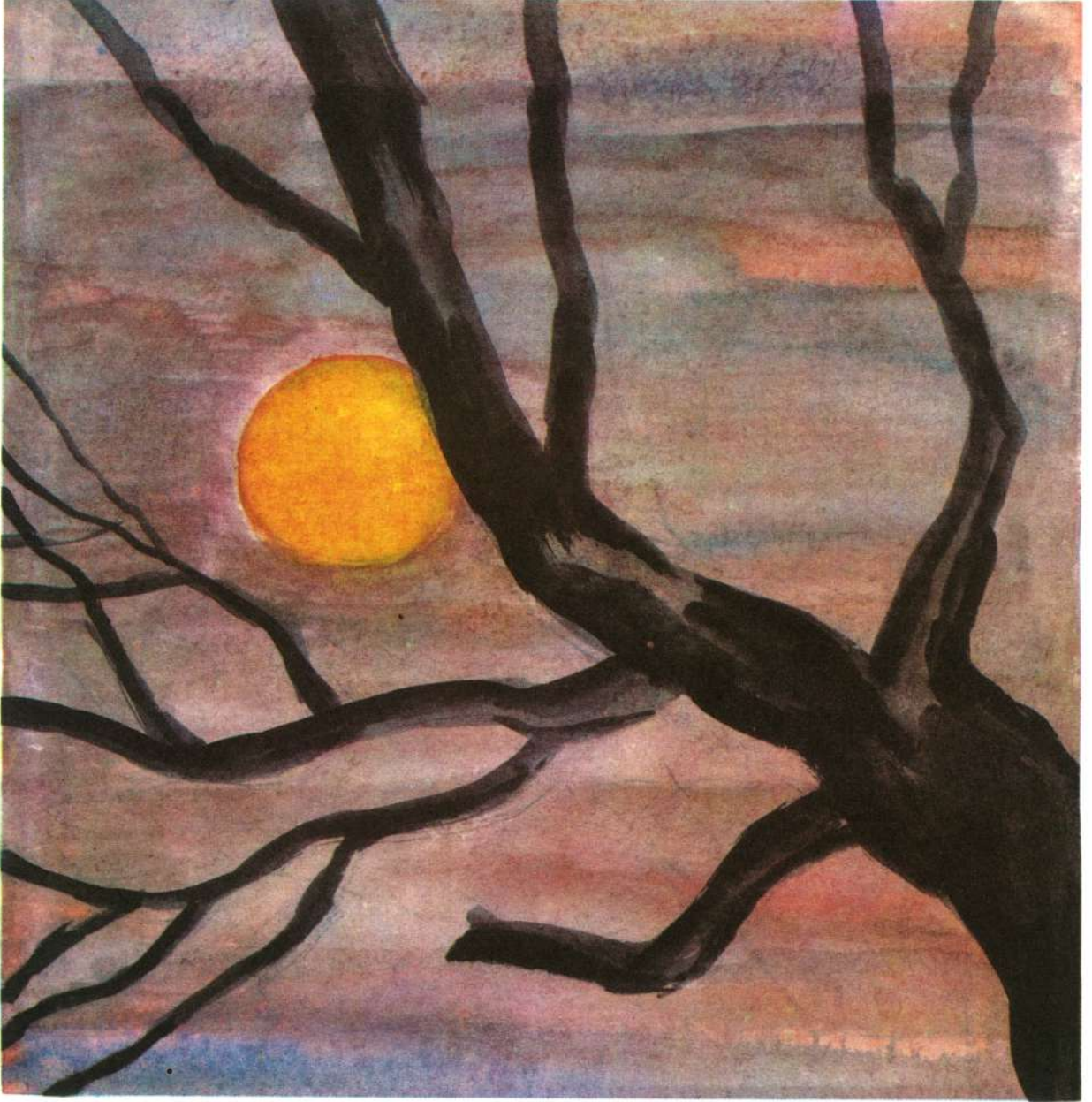
এদিকে ক্লান্ত হয়ে মা-ঈগল তার বাসার ধারটিতে গিয়ে বসতেই ছানাপোনারা মাথা তুলে খাবারের জন্যে কান্নাকাটি শুরু করল।

কিন্তু এতই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল ঈগল যে ফের একবার সমুদ্দুরে উড়ে যাওয়ার সামর্থ্য ছিল না তার। তাই বাসার মধ্যে নেমে ডানা ছড়িয়ে তার নিচে বাচ্চাদের ঢেকে নিল সে; তারপর তাদের আদর করতে লাগল, তাদের গায়ের পালকগুলো গুছিয়ে সমান করে দিতে লাগল পরিপাটি

করে, যেন তাদের বলতে চাইল—আরেকটু অপেক্ষা কর্ বাছারা, আর একটুখানি। কিন্তু যতই আদর করতে লাগল মা-ঈগল, ততই আরও জোরে চিঁ-চিঁ ডাক ছাড়তে লাগল ছানারা।

অবশেষে ছানাদের ছেড়ে ডানা ঝটপটিয়ে সরে গেল মা আর একটু উঁচুতে আরেকটা ডালে গিয়ে বসল।

কিন্তু ঈগলছানারা তবু আরও করুণস্বরে চিঁ-চিঁ ডাক ছেড়ে চলল।

হঠাৎ সজোরে প্রবল চিৎকার দিয়ে উঠল মা-ঈগল, তারপর ডানাদুটো ছড়িয়ে দিয়ে ভারি দেহটা টেনে উড়ে চলল সমুদ্দুরের দিকে। সন্ধে নামার অনেক পরে ফিরে এল সে, নিচু দিয়ে আস্তে-আস্তে ডানায় উড়াল দিয়ে। তবে নখে বিঁধে এবারও নিয়ে এল সে আরেকটা বড় মাছ।

গাছে পৌঁছে এবার সে ভালো করে চারিদিক দেখে নিল কাছেপিঠে কোনো মানুষ আছে কিনা। তারপর দ্রুত ডানাদুটো গুটিয়ে সে বসল এসে তার বাসার কিনারে।

ঈগলছানারা ঠোঁট ফাঁক করে তাদের হাঁ-মুখগুলো উঁচু করে তুলে ধরল আর তাদের মা মাছের একেকটা টুকরো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ছানাদের পেট ভরে খাওয়াতে লাগল।